ভাববাণীর আত্মা: বিলম্বের কাল এবং মধ্যরাত্রির ধ্বনি

হাবাক্কূকের দুই ফলক

Jeff Pippenger
2012-10-14

একটি স্পষ্টীকরণের কথা

সম্প্রতি আমরা হাবাক্কূকের দুই পাটিকার প্রতিলিপি প্রস্তুত করা শুরু করেছি, যাতে তা আমাদের ওয়েবসাইটে উপস্থাপিত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে পারে। একটি মৌখিক উপস্থাপনাকে লিখিত উপস্থাপনায় রূপান্তরিত করার কাজটি, কেউ যদি সেই সমস্ত জটিল ধাপ সম্পর্কে অবগত না হন যেগুলো অতিক্রম করে একটি মৌখিক উপস্থাপনাকে লিখিত উপস্থাপনায় পরিণত করতে হয়, তবে যতটা মনে হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রমসাধ্য; এর সঙ্গে রয়েছে উপাদানটিকে শেষপর্যন্ত ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার অবশ্যম্ভাবী জটিলতাসমূহ। আমরা মাত্র পঁচানব্বইটি উপস্থাপনার প্রথমটির কপি-সম্পাদনা শুরু করেছি, এবং আমি আরেকটি ধাপ আবিষ্কার করেছি, যেটিও আমাদের অতিক্রম করতে হবে। বিষয়টি ১৯৮৯ সাল থেকে আমাদের বর্তমান ইতিহাস পর্যন্ত এই বার্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রায় পনেরো বছর আগেকার উপস্থাপনাগুলিতে এমন কিছু সত্য ছিল, যেগুলি উপলব্ধির ক্ষেত্রে তখনও শৈশবাবস্থায় ছিল। সেই সত্যগুলির মধ্যে প্রথম যে বিষয়টি আমাকে স্পষ্ট করতে হবে, তা হলো মিলারীয় ইতিহাসে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমন। সে সময় আমি বুঝতাম যে, 1843 সালের সমাপ্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে যখন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি মিলারের প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার উপস্থাপনার বিরুদ্ধে তাদের দ্বার বন্ধ করতে শুরু করল, তখনই দ্বিতীয় স্বর্গদূত আগমন করেছিল। উইলিয়াম মিলার সময়ের এমন একটি গণনার ভিত্তিতে কাজ করতেন, যা তিনি বিশ্বাস করতেন যে 1843 সালের বছরগুলি 22 মার্চ, 1843-এ শুরু হয়ে 22 মার্চ, 1844-এ শেষ হয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত যে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী দুইটি পবিত্র চার্টের উপর স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলি 1843 সালের মধ্যেই সমাপ্ত হবে, এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে সেই বছর 22 মার্চ, 1844-এ শেষ হয়েছিল। তিনি দুটি বিষয়ে ভুল করেছিলেন।

দানিয়েলের বারোর ১৩৩৫ দিনের, লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশের "সাত কাল"-এর ২৫২০ বছরের, এবং দানিয়েলের আটের ২৩০০ দিনের—এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী মিলার এইরূপ বুঝেছিলেন যে, সেগুলো ১৮৪৪ সালের মার্চ মাসে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে প্রভু সামুয়েল স্নোকে এই বিষয়টি বুঝতে পরিচালিত করলেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ১৮৪৩ সালে নয়, বরং ১৮৪৪ সালেই শেষ হয়; এবং স্নো আরও কারাইত সময়-গণনা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন, যা মিলার যে সময়-প্রয়োগ ব্যবহার করছিলেন তা ছিল না। মিলার রাব্বিনিক/বিষুব-ভিত্তিক সময়-গণনা ব্যবহার করছিলেন, যা বছরকে বসন্ত থেকে বসন্ত পর্যন্ত ভিত্তি স্থাপন করত।

যখন আমরা হাবাক্কূকের দুই ফলক উপস্থাপন করছিলাম, তখন আমরা এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা বুঝে উঠতে পারিনি এবং ২২ মার্চ, ১৮৪৪-কে দ্বিতীয়টির আগমন ও বিলম্বকালের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য মিলারের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করছিলাম। আমি বুঝতাম,

এবং এখনও বুঝি, যে সেই স্বর্গদূতের আগমন সেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, যখন প্রোটেস্ট্যান্টরা মিলারের প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা প্রত্যাখ্যান করেছিল; এবং নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ছিল আমার নির্দেশক সূত্র।

> "১৮৪২ সালের জুন মাসে, মি. মিলার পোর্টল্যান্ডের ক্যাসকো স্ট্রিটি চার্চে তাঁর দ্বিতীয় ধারাবাহিক বক্তৃতামালা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাগুলোতে উপস্থিতি হতে পারাকে আমি এক মহান বিশেষাধিকার বলে অনুভব করেছিলাম; কারণ আমি নিরুৎসাহের অধীনে পতিত হয়েছিলাম, এবং আমার ত্রাণকর্তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য নিজিকে প্রস্তুত মনে করতাম না। এই দ্বিতীয় ধারাবাহিকতা প্রথমটির তুলনায় নগরীতে অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, বিভিন্ন সম্প্রদায় মি. মিলারের বিরুদ্ধে তাদের গির্জার দ্বার বন্ধ করে দেয়। বিভিন্ন মঞ্চ থেকে প্রদত্ত বহু ভাষণে বক্তার কথিত উন্মত্ততাপূর্ণ ভ্রান্তিগুলো উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু উদ্বিগ্ন শ্রোতাদের জনসমাগম তাঁর সভাগুলোতে উপস্থিতি হতো, এবং অনেকে গৃহে প্রবেশ করতেও অসমর্থ ছিল। সমবেত জনতা অস্বাভাবিকভাবে শান্ত ও মনোযোগী ছিল।" Life Sketches, 27.

আমি বুঝেছিলাম যে মিলারের বার্তার প্রতি দরজাগুলির বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রথম স্বর্গদূতের প্রত্যাখ্যানের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল, এবং সময়-গণনার রাব্বিনিক/বিষ্ণুব-ভিত্তিক পদ্ধতি সম্পর্কে মিলারের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে ১৮৪৪ সালের ২২ মার্চ ১৮৪৩ সালের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করেছিল। ১৮৪২ সালের জুন মাসে পোর্টল্যান্ডে মিলারের উপস্থাপনা প্রকৃতপক্ষে একটি পিথচিহ্ন, যা এক ক্রমোন্নত প্রত্যাখ্যানকে শনাক্ত করে, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৮৪৪ সালের ১৮ এপ্রিল; কিন্তু উপস্থাপনাগুলির সময় আমরা সময়-গণনার কারায়ীত পদ্ধতি সম্পর্কে স্যামুয়েল স্নোর প্রয়োগকে তখনও স্বীকার করিনি।

প্রথম উপস্থাপনাটির কপি-সম্পাদনা শুরু করার সময় আমি দেখতে পেলাম যে, সে সময়ে যা লিপিবিদ্ধ করা হয়েছিল তা এখন আমরা যা শিক্ষা দিই তার সঙ্গে যেন বিরোধ করে। করে, আবার করে না। এটি কেবল দ্বিতীয় দূতের ক্রমোন্নত আগমনের ওপর একটি বিশেষ জোর, এবং সেই সঙ্গে এই বার্তার ক্রমাগত উন্মোচনের একটি দৃষ্টান্ত, যেমনটি মিলিরোইট ইতিহাসেও ঘটেছিল। এই ব্যাখ্যামূলক মন্তব্যটি তাদের উদ্দেশে, যারা ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-কে প্রথম মিলিরোইট হতাশা হিসেবে আমাদের চিহ্নিতকরণ এবং অতীতে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে বিচলিত হয়েছেন।

> "প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তাসমূহ ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে প্রদান করা হয়েছিল, এবং আমরা এখন তৃতীয়টির ঘোষণার অধীনে আছি; কিন্তু এই তিনটি বার্তাই এখনও ঘোষণা করা বাকি রয়েছে। সত্যের অনুসন্ধানকারীদের নিকট এগুলি পুনরায় উচ্চারিত হওয়া এখন যেমন অপরিহার্য, তেমনি পূর্বের যেকোনো সময়েও ছিল। কলম ও কণ্ঠের মাধ্যমে আমাদের এই ঘোষণা ধ্বনিত করতে হবে, তাদের ক্রম এবং সেই সকল ভাববাণীর প্রয়োগ প্রদর্শন করে, যা আমাদের তৃতীয় দেবদূতের বার্তার নিকট নিয়ে আসে। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যতীত তৃতীয়টি হতে পারে না। এই বার্তাগুলি আমাদের জগতের নিকট প্রকাশনা ও ভাষণের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে, ভাববাণীমূলক ইতিহাসের ধারায় যে বিষয়গুলি ঘটেছে এবং যে বিষয়গুলি ঘটবে, সেগুলি প্রদর্শন করে।" Selected Messages, বই ২, ১০৪।

হাবাক্কূকের দুই ফলক ৯৫-এর ২

মিলারীয় ক্যালেন্ডার এবং বিলম্বকাল বোঝা

আমাদের শেষ উপস্থাপনায় এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, যদি ২২ মার্চ, ১৮৪৪ প্রথম মাসের প্রথম দিন হয়, তবে কীভাবে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ সপ্তম মাসের দশম দিন হতে পারে। ১৮৪৪ সালের মার্চ মাসে মিলারাইটরা ১৮৪৩ সালের সমাপ্তি সম্পর্কে তাদের যে ধারণা ছিল, তা ভুল বুঝেছিল। সেই হতাশার পর তারা সময়-গণনার বাইবেলীয় পদ্ধতিকে পুনরায় পরীক্ষা করে। এ বিষয়টি গেরহার্ড ড্যামস্টেগ্টের গ্রন্থ, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission-এ, বিশেষত ৮৯ ও ৯২ পৃষ্ঠায়, ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন তারা মনে করেছিল যে ১৮৪৩ শেষ হয়ে গেছে, তখন তারা সময়-সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির দুটি উপাদান পুনর্মূল্যায়ন করে: ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৪-এ পরিবর্তন, এবং যে দিনগুলো বছরগুলোর শুরু ও সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে, যাতে তারা সপ্তম মাসের দশম দিন গণনা করতে পারে।

আমি প্রায়ই জোর দিয়ে বলি যে ২২শে মার্চ থেকে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত সাত মাস। আমি এ কথা প্রস্তাব করছি না যে এটি সপ্তম-মাস আন্দোলন, কিন্তু এটি লক্ষণীয় যে মিলেরাইটরা বিশ্বাস করত ২২শে মার্চ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, এবং এটি একটি সহায়ক মানসিক চিহ্ন—সাত মাস পরে আপনাকে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত নিয়ে যায়। এটি একটি বাস্তব সত্য।

হতাশা এবং বিলম্বের সময়টি কোনো সময়-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তি ছিল না; বরং তা মিলারপন্থীদের এক ভুল-বোঝাবুঝির ফল ছিল। তাদের সেই ভুল-বোঝাবুঝিই বিলম্বের সময় এবং হতাশার পরিপূর্তি ঘটিয়েছিল; এমন কোনো নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না যা বলেছিল যে বিলম্বের সময় একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে শুরু হবে। ১৮৪৪ সালের ২২ মার্চ ১৮৪৩ সাল অতিবাহিত হয়েছে—এই তাদের বিশ্বাসই সেই হতাশার জন্ম দিয়েছিল।

ড্যামস্টেগ্ট বলেন:

> যদিও ১৮৪৪ সালের ১৭ এপ্রিলের অমাবস্যায় ইহুদি বছরের সমাপ্তি নির্দেশকারী কারায়িত গণনাকে প্রধান মিলারাইট সাময়িকপত্রগুলোতে সমর্থন করা হয়েছিল, তথাপি অধিকাংশ বিশ্বাসী খ্রিষ্টের প্রত্যাবর্তনের সময় হিসেবে ১৮৪৪ সালের ২১ মার্চের দিকেই দৃষ্টি রেখেছিল। মিলারাইট আন্দোলনের বাইরে ২১ মার্চ তারিখটি সুপরিচিত ছিল, এবং সেই তারিখে সমগ্র অ্যাডভেন্টবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন ঘটবে—এমন একটি অত্যন্ত ব্যাপক প্রত্যাশা বিদ্যমান ছিল।

আমরা গতকাল পড়েছিলাম যে মিলার সেই তারিখটির প্রত্যাশা করছিলেন। মিলারাইটদের অধিকাংশই সেই তারিখটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল, এবং এমনকি তাদের বিরোধীরাও তা জানত এবং মিলারাইটরা যে মিথ্যা, তার প্রমাণ হিসেবে সেটির জন্য অপেক্ষা করছিল। এটাই ছিল প্রচলিত ধারণা। সেই তারিখটি অতিক্রান্ত হওয়ার পর, তারা সময়-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আরও নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করল, যা তাদের ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তারিখে নিয়ে গেল। এটি গতকাল উত্থাপিত প্রশ্নটির জন্য একটি প্রাসঙ্গিক নির্দেশবিন্দু প্রদান করে।

প্রতীক্ষার সময় এবং এলেন হোয়াইটের প্রথম দর্শন

আজ, আমি বিলম্বের সময়কালটি নিয়ে আরও সময় ব্যয় করতে চাই। এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা এলেন হোয়াইটের প্রথম দর্শন নিয়ে আলোচনা করছি, যেখানে তিনি বলেন যে স্বর্গের পথে যাত্রার সূচনায় যে উজ্জ্বল আলো ছিল, তা ছিল মধ্যরাত্রির ক্রন্দন; এবং

যদি তুমি সেই আলো অস্বীকার কর, তবে তুমি স্বর্গের পথ থেকে পড়ে যাবে। আমি প্রদর্শন করার চেষ্টা করছি যে তাঁর দর্শনে মধ্যরাত্রির ক্রন্দন দ্বিতীয় দূতের বার্তার সমগ্র ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি বলতে কোনো অসুবিধা বোধ করি না যে, সেই দর্শনে মধ্যরাত্রির ধ্বনি, যা পথের সূচনায় অবস্থিত এবং সমগ্র পথে আলো বিকিরণ করে, ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত মিলারাইটদের ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই ইতিহাসের গতিশীলতা যথাযথভাবে বুঝতে হবে। মধ্যরাত্রির ধ্বনির পরিপূর্ণতাই ছিল আগস্ট ১২ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত, যখন এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ে সেই বার্তা উপস্থাপিত হয়েছিল; এবং পরে তারা প্রায় দুই মাস সেই বার্তা বহন করেছিল—সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর, দুই মাস ও পাঁচ দিন। অক্টোবর ২২-এর পূর্বে, তারা প্রভুর প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই দুই মাসের সময়কালই মধ্যরাত্রির ধ্বনির ইতিহাস। তবে, যে ধাপগুলো এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল, সেগুলো না বুঝলে আপনি এই সময়কাল বুঝতে পারবেন না। আমার কাছে, মধ্যরাত্রির ধ্বনি, আরও নির্দিষ্টভাবে, বিলম্বকালীন সময়ের ইতিহাস, যা ১৮৪৪ সালের অক্টোবর ২২ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তিন দেবদূতের বার্তাসমূহের অবস্থান নির্ণয় করা

এখানে ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাস উপস্থাপিত হলো। ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মায় এমন কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যেখানে সিস্টার হোয়াইট আমাদের বলেন যে, বার্তাগুলোকে কোথায় স্থাপন করতে হবে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। যখন আপনি বার্তাগুলোকে স্থাপন করতে শুরু করেন, তখন আপনি উপলব্ধি করেন যে সমস্ত বার্তাই সময়ের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে পৌঁছে এবং তারপর থেকে শক্তিপ্রাপ্ত হয়।

প্রথম দূত ১৭৯৮ সালে অন্তকালের সময়ে আগমন করেন, যখন দানিয়েলের পুস্তক উন্মুক্ত করা হয় এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে। প্রথম দূতের বার্তা ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট শক্তিপ্রাপ্ত হয়, যখন সমগ্র বিশ্বের জন্য বছর-দিন নীতি নিশ্চিত হয়, যার ফলে প্রকাশিতবাক্য ১০-এর দূত অবতীর্ণ হন, যা প্রথম দূতের বার্তার শক্তিপ্রাপ্তির প্রতীক।

দ্বিতীয় দূত 1842 সালের জুন মাসে উপস্থিত হয়। আমরা গতকাল পড়েছিলাম যে, 1842 সালের জুন মাসে মি. মিলার Casco Street গির্জায় তাঁর উপস্থাপনাগুলোর দ্বিতীয় ধারাটি প্রদান করেন। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলো তাদের দ্বার রুদ্ধ করে। অতএব, 1842 সালের জুন মাসে দ্বিতীয় দূতের বার্তা উপস্থিত হয়, কারণ যখন কোনো প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জা প্রথম দূতের বার্তার বিরুদ্ধে তার দ্বার রুদ্ধ করে, তখন সেটি বাবিলনের অংশ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দূতের বার্তা হলো বাবিলন থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান। এটি প্রগতিশীল।

সিস্টার হোয়াইট আমাদের বলেন যে, যদিও প্রোটেস্ট্যান্টরা ১৮৪২ সালের জুন মাসে তাদের দ্বার বন্ধ করতে শুরু করেছিল, তবুও ব্যাবিলন থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান—অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার বিষয়বস্তু—বাস্তবে ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত শুরু হয়নি।

দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ১৮৪২ সালের জুন মাসে আসে এবং ১৮৪৪ সালের ১২–১৭ আগস্ট এক্সেটার ক্যাম্প সভায় মধ্যরাত্রির ক্রন্দনের বার্তার দ্বারা শক্তিসম্পন্ন হয়।

তৃতীয় স্বর্গদূত ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ তারিখে আগমন করে, কারণ সেই দিনে পরম পবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়, যেখানে মানুষ বুঝতে পারে যে খ্রিস্ট এখন পরম পবিত্র

স্থানে মহাযাজক। সেখানে নিয়ম-সিন্দুক স্বীকৃত হয়, এবং সেই সিন্দুকে দশ আজ্ঞা রয়েছে। যখন সিস্টার হোয়াইটকে পরম পবিত্র স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি দশ আজ্ঞার দিকে তাকান, তখন তিনি দেখেন যে বিশ্রামবার-সংক্রান্ত আজ্ঞাটি অন্যগুলোর ঊর্ধ্বে দীপ্তিমান, যা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় বিশ্রামবারের গুরুত্বকে চিহ্নিত করে। এটি বিশ্রামবার অথবা রবিবারের বিষয়ে এক পরীক্ষা হবে। ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ তারিখে, তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার বিষয়বস্তু আগমন করে।

তিনটি বার্তারই একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ১৭৯৮ সালে যখন প্রথম দূতের বার্তা উপস্থিত হলো, তখন কেউই তা বুঝতে পারেনি। প্রভু উইলিয়াম মিলারকে প্রথম দূতের বার্তাবাহক হিসেবে উত্থাপন করছিলেন, কিন্তু ১৮১৮ সাল পর্যন্ত—বিশ বছর পরে—মিলার বার্তাটি বুঝতে শুরু করেননি। বার্তাটি উপস্থিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের লোকেরা তা শনাক্ত করার পূর্বে কিছু সময় লাগে, এবং তারপর তা শক্তিসম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ১৮৪২ সালের জুন মাসে উপস্থিত হয়, কিন্তু ১৮৪২ সালে কোনো মিলেরাইটই প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলোকে বাবিল বলে অভিহিত করতে শুরু করেনি। তারা তখনও তা চিনতে পারেনি। ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল না আসা পর্যন্ত তারা তা চিনতে শুরু করেনি এবং লোকদের গির্জা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাতে শুরু করেনি। বার্তাটি উপস্থিত হয়, তারপর তা বোঝা যায়, এবং তারপর তা শক্তিপ্রাপ্ত হয়।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর, যখন হিরাম এডসন খ্রিষ্টের পবিত্র স্থান থেকে অতিপবিত্র স্থানে গমন করার দর্শন লাভ করছিলেন, তখন তারা খ্রিষ্টের পরিচর্যার পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আলোকপ্রাপ্তি লাভ করছিল। কিন্তু ১৮৪৪ সালের ২৩ অক্টোবর, হিরাম এডসন রবিবারই যে পশুর চিহ্ন—এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে বা একটি ধর্মোপদেশে প্রচার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেই সময়পর্ব অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই তারা তৃতীয় দূতের বার্তা বুঝতে পেরেছিল।

সপ্তম-দিবসীয় অ্যাডভেন্টিস্টরা যেমন জানেন, তৃতীয় দূতের বার্তা শক্তিশালী হয় যখন প্রকাশিতবাক্য ১৮-এর চতুর্থ দূত এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যারা এটি লাইভস্ট্রিমিংয়ে দেখছেন, অথবা পরে ডিভিডিতে দেখবেন, তারা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে চতুর্থ দূত তৃতীয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময়কাল নিয়ে বিতর্ক করতে চাইতে পারেন। এই মুহূর্তে, আমরা সে বিষয়ে কোনো তর্ক উপস্থাপন করছি না, তবে আমরা তা অস্বীকারও করছি না: যমজ টাওয়ারসমূহ ধসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ দূত তৃতীয় দূতের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং এখানেই তৃতীয় দূতের বার্তা শক্তিশালী হয়।

তিন স্বর্গদূতের বার্তার প্রত্যেকটিরই এই বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে: সেগুলি আসে, বোঝা হয়, এবং তারপর শক্তিপ্রাপ্ত হয়।

দুটি দ্বার-বন্ধ হওয়া এবং মন্দির-শুচিকরণ

১৮৪২ সালের জুন মাসে একটি দ্বার বন্ধ হতে শুরু করল, যার চিহ্ন ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীগণ প্রথম দূতের বার্তার বিরুদ্ধে তাদের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেওয়া। এই ইতিহাসের সূচনায় আমরা একটি দ্বার বন্ধ হতে দেখি, এবং এই ইতিহাসের শেষে—দ্বিতীয় দূতের ইতিহাসের শেষে—দ্বারটি আবার বন্ধ হয়, অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশের দ্বার, দশ কুমারীর উপমার সেই দ্বার।

এই দুইটি দ্বার-বন্ধ হওয়া চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যদি আপনি দুইটি মন্দির-শুদ্ধিকরণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। খ্রীষ্ট পৃথিবীতে অবস্থানকালে দুইবার মন্দির শুদ্ধ করেছিলেন, এবং সিস্টার হোয়াইট আমাদের বলেন যে, জগতের অন্তে দুইটি মন্দির-শুদ্ধিকরণ হবে, যেমনটি মিলারীয়দের সময়ে হয়েছিল। মিলারীয়দের সময়ের মন্দির-শুদ্ধিকরণগুলো চিহ্নিত করা যায় ১৮৪২ সালের জুন মাসে দ্বার-বন্ধ হওয়ার সময়—মন্দিরের প্রথম দ্বার, অর্থাৎ প্রোটেস্ট্যান্টবাদ—এবং দ্বিতীয় মন্দির-শুদ্ধিকরণের সময়, যখন মিলারীয়দের মন্দির-শুদ্ধিকরণ সমাপ্ত হয়।

আমরা বিলম্বের সময়ের দিকে লক্ষ্য করব। দ্বিতীয় দূতের এই ইতিহাসে, বিলম্বের সময় ১৮৪৪ সালের ২২ মার্চে উপস্থিতি হয়, এবং এটি মন্দির-পরিশোধনের দুটি ঘটনার দ্বারা সীমাবদ্ধ। সেটিই দ্বিতীয় দূতের বার্তা।

এটিও গিদিয়োনের কাহিনী। গিদিয়োনের কাহিনীতে দুটি শুদ্ধিকরণ ছিল, যা দুটি মন্দির-শুদ্ধিকরণ এবং দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রতীকসমূহের একটি।

ভবিষ্যদ্বাণীতে বিলম্বের সময় ও মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনি

আসুন আমরা আমাদের অধ্যয়ন শুরু করি *Spiritual Gifts*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৫–১৯৬ থেকে একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে। আমরা বিলম্বের সময়কাল পর্যালোচনা করছি, যাতে মধ্যরাত্রির ক্রন্দনের সঙ্গে এর সংযোগ বুঝতে পারি; কারণ আমরা মধ্যরাত্রির ক্রন্দনের আলো প্রত্যাখ্যান করতে চাই না; যদি আমরা তা করি, তবে আমরা পথ থেকে নিচের দুষ্ট জগতের দিকে পড়ে যাই।

স্বর্গ থেকে আগত সেই পরাক্রান্ত স্বর্গদূতকে সহায়তা করার জন্য স্বর্গদূতগণ প্রেরিত হয়েছিলেন, এবং আমি এমন সব কণ্ঠস্বর শুনলাম যা সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে বলে মনে হলো, “হে আমার প্রজাগণ, তোমরা তার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আস, যেন তোমরা তাহার পাপসমূহের অংশীদার না হও, এবং যেন তোমরা তাহার আঘাতসমূহ গ্রহণ না কর; কারণ তাহার পাপসমূহ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং ঈশ্বর তাহার অধর্মসমূহ স্মরণ করিয়াছেন। এই বার্তাটি তৃতীয় বার্তার একটি সংযোজন বলিয়া মনে হলো,”—এখানে তিনি মাত্র প্রকাশিত বাক্য 18:4 উদ্ধৃত করলেন, “হে আমার প্রজাগণ, তোমরা তার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আস, . . . ।” এবং তিনি বলছেন, “এই বার্তাটি তৃতীয় [স্বর্গদূতের] বার্তার একটি সংযোজন বলিয়া মনে হলো এবং ইহা তাহার সহিত যুক্ত হইল, যেমন 1844 সালে মধ্যরাত্রির ক্রন্দন দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সহিত যুক্ত হইয়াছিল।”

দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ১৮৪২ সালের জুন মাসে আসে, এবং ১৮৪৪ সালের আগস্ট মাসে মধ্যরাত্রির ক্রন্দন এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই বার্তার উপর আত্মার এই সঞ্চিন—বাবিলন হইতে বাহির হইবার আহ্বান—সেই ইতিহাস, যা সিস্টার হোয়াইট ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ইতিহাস বর্ণনা করিবার জন্য ব্যবহার করেন, যখন তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সঙ্গে চতুর্থ স্বর্গদূত যুক্ত হন। চতুর্থ স্বর্গদূত সেই সময়, যখন প্রকাশিত বাক্য ১৮-এর পরাক্রান্ত স্বর্গদূত অবতরণ করেন।

“এই বার্তাটি তৃতীয় বার্তার একটি সংযোজন বলে প্রতীয়মান হয়েছিল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, যেমন ১৮৪৪ সালে মধ্যরাত্রির ধ্বনি দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ঈশ্বরের মহিমা ধৈর্যশীল, প্রতীক্ষমাণ সাধুগণের উপর অবস্থান করছেলি,”—ঈশ্বরের মহিমা কার উপর অবস্থান করছেলি? ধৈর্যশীল—কী? প্রতীক্ষমাণ।

ধৈর্যশীল, প্রতীক্ষমাণ সাধুগণ। ঠিক আছে? প্রতীক্ষমাণ সাধুগণ; কারণ, আমরা এখন সেই ইতিহাসে আছি যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী বলে, “ধন্য সে, যে প্রতীক্ষা করে এবং ১৩৩৫ পর্যন্ত উপস্থিত হয়। দর্শন যদি বিলম্ব করে, তবে তার জন্য প্রতীক্ষা কর।” যে লোকেরা পবিত্র আত্মার বর্ষণ গ্রহণ করতে যাচ্ছে, তারা হলো প্রতীক্ষমাণ সাধুগণ।

“ঈশ্বরের মহিমা ধৈর্যশীল, প্রতীক্ষমাণ সাধুগণের উপর অবস্থান করল, এবং তারা নির্ভয়ে শেষ গম্ভীর সতর্কবাণী প্রদান করল, বাবিলনের পতন ঘোষণা করে, এবং ঈশ্বরের লোকদের তাকে ত্যাগ করে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাল; যেন তারা তার ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে পারে।” —অবশ্যই, এটি আমাদেরই সময় ও যুগের বিষয়; কিন্তু, আমাদের সময় ও যুগের প্রতীক্ষমাণ সাধুগণ সেই মিলারাইট ইতিহাসে প্রতীক্ষমাণ সাধুগণের দ্বারা পূর্বচিত্রিত, যার দিকে আমরা লক্ষ্য করছি।

“অপেক্ষমাণদের উপর যে আলো বর্ষিত হয়েছিল, তা সর্বত্র প্রবেশ করল; এবং গির্জাগুলোর মধ্যে যাদের কাছে কোনো আলো ছিল, যারা তিনটি বার্তা শুনে তা প্রত্যাখ্যান করেনি, তারা সেই আহ্বানে সাড়া দিল এবং পতিত গির্জাগুলো ত্যাগ করল।”—এটাই “হে আমার প্রজা, তোমরা তার মধ্য হইতে বাহির হও!” এটি আমাদের এই যুগে বাবিলনের গির্জাগুলো থেকে যারা বেরিয়ে আসে তাদের কথা বলছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রে রবিবার-আইন কার্যকর হবে। সেগুলোই পতিত গির্জা, অর্থাৎ বাবিলনের গির্জাসমূহ।

“এই বার্তাগুলি দেওয়া হওয়ার পর থেকে অনেকেই জবাবদিহিতার বয়সে উপনীত হয়েছিল, এবং আলো তাদের উপর উদ্ভাসিত হয়েছিল, এবং জীবন বা মৃত্যু বেছে নেওয়ার বিশেষাধিকার তাদের ছিল।”—এখন তিনি বলছেন যে আজ প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলিতে এমন লোক আছে যারা ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের পর থেকে জবাবদিহিতার বয়সে উপনীত হয়েছে; এবং, তা-ই সত্য। আজ প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলির লোকেরা জীবিত ছিল না যখন মিলারীয় ইতিহাসে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা উপস্থিত হয়েছিল। তাদের সেই প্রত্যাখ্যানের জন্য জবাবদিহি করা হয় না, যা প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি তাদের নিজস্ব সময়পর্বে করেছিল; এবং যদি আপনি কখনও অধ্যয়ন করেন যে কীভাবে খ্রিষ্টের ইতিহাস জগতের অন্তকে চিত্রিত করে, তবে এটি লক্ষ করার জন্য একটি মুখ্য বিষয়; কারণ, প্রযুক্তিগতভাবে, ভাববাণীগত অর্থে যিরূশালেম ৩৪ খ্রিষ্টাব্দেই ধ্বংস হতে পারত, এবং হওয়া উচিত ছিল।

দানিয়েল ৮ ও দানিয়েল ৯-এ চিহ্নিত ২৩০০ বছরের মধ্য থেকে ইহুদিদের জন্য ৪৯০ বছরের পরীক্ষাকাল নির্ধারিত হয়ে পৃথক করা হয়েছিল। সেই ৪৯০ বছর খ্রিস্টাব্দ ৩৪ সালে স্তেফানের প্রস্তরাঘাতে নিহত হওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়। সেই সময়ে, ভাববাণীগত অর্থে, যিরূশালেম ধ্বংস হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা ৭০ সাল পর্যন্ত ধ্বংস হয়নি। *The Great Controversy* গ্রন্থে সিস্টার হোয়াইট সেই ইতিহাস সম্বন্ধে একই কথা বলছেন। তিনি বলেন, ৩৪ সালের পূর্বে এমন শিশু ও অন্য লোকও ছিল, যারা খ্রিস্ট ও শিষ্যদের বার্তা শোনেনি, এবং ঈশ্বর তাঁর করুণায় তাদেরকে যিরূশালেমের ধ্বংসের পূর্বে সেই বার্তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য সময় দিয়েছিলেন। তিনি, যেমন খ্রিস্টও করেন, যিরূশালেমের ধ্বংসকে জগতের অন্তের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সেই ইতিহাসটি ঠিক সেই ইতিহাসেরই পূর্বছায়া, যার বিষয়ে তিনি বলছেন। যখন রবিবার আইন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর হবে এবং বার্তাটি অবশেষে পতিত মণ্ডলীগুলোর কাছে পৌঁছাবে, তখন বর্তমানে বাবিলনে অবস্থানরত ঈশ্বরের সন্তানদের তাদের মণ্ডলীসমূহ বা পূর্বপুরুষেরা উনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার জন্য দায়ী করা হবে না।

> এই বার্তাগুলি প্রদত্ত হওয়ার পর থেকে অনেকেই জবাবদহিতির বয়সে উপনীত হয়েছিল, এবং তাদের উপর সেই আলো উদ্ভাসিত হয়েছিল, এবং জীবন বা মৃত্যু বেছে নেওয়ার বিশেষ সুযোগ তাদের দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ জীবনকে বেছে নিল, এবং তাদের প্রভুর প্রতীক্ষায় থাকা ও তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালনকারী লোকদের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করল। তৃতীয় বার্তাটি তার কার্য সম্পন্ন করবার ছিল; সকলকে এর দ্বারা পরীক্ষিত হইতে হইত, এবং মূল্যবান জনদের ধর্মীয় সংঘসমূহের মধ্য হইতে আহ্বান করিয়া বাহির করিয়া আনিতে হইত। এক প্রবল শক্তি সিংচিত্তিদের আন্দোলিত করে, আর ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের ভয় ও সংযমে আবদ্ধ রাখে, এবং যাহারা নিজেদের উপর ঈশ্বরের আত্মার কার্য অনুভব করে, তাহাদিগকে বাধা দিবার সাহসও তাহাদের হয় না, এবং তাহাদের সে শক্তিও থাকে না। শেষে আহ্বান এমনকি দরিদ্র দাসদের কাছেও পৌঁছায়, এবং তাহাদের মধ্যে ধার্মিকেরা, বিনম্র অভিব্যক্তির সহিত, তাহাদের সুখময় মুক্তির সম্ভাবনায় অপরিমেয় আনন্দের গান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাইতে থাকে, এবং তাহাদের প্রভুরা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারে না; কারণ এক ভয় ও বিস্ময় তাহাদিগকে নীরব রাখে। মহাশক্তিশালী অলৌকিক কার্য সাধিত হয়, অসুস্থেরা আরোগ্য লাভ করে, এবং নিদর্শন ও আশ্চর্যকর্ম বিশ্বাসীদের অনুসরণ করে। ঈশ্বর এই কার্য্যে উপস্থিত আছেন, এবং প্রত্যেক সাধু, পরিণামের ভয় না করিয়া, নিজ বিবেকের দৃঢ় বিশ্বাস অনুসরণ করে, এবং যাহারা ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালন করিতেছে তাহাদের সহিত যুক্ত হয়; এবং তাহারা শক্তিসহকারে তৃতীয় বার্তাটি সর্বত্র প্রচার করে। আমি দেখিলাম যে তৃতীয় বার্তাটি মধ্যরাত্রির আহ্বানের তুলনায় বহুগুণ অধিক ক্ষমতা ও বলের সহিত সমাপ্ত হইবে।

এই দুই অনুচ্ছেদে, এটাই দ্বিতীয় বার যে তিনি জগতের অন্তিমকালে সানডে ল-এ আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে মিডনাইট ক্রাই-এর ইতিহাসের তুলনা করছেন। প্রথম বার, তিনি বলেন যে প্রকাশিতবাক্য ১৮-এর পরাক্রান্ত স্বর্গদূত তৃতীয় স্বর্গদূতের সঙ্গে যুক্ত হন, যেমন মিডনাইট ক্রাই দ্বিতীয় স্বর্গদূতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। যদিও তিনি সানডে ল সংকটের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, তবুও তিনি স্পষ্টতই দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসকে একটি নির্দেশক মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করছেন। এগুলি সমান্তরাল ইতিহাস।

> ঈশ্বরের দাসেরা, ঊর্ধ্ব থেকে আগত শক্তিতে পরিপূর্ণ, তাঁদের মুখমণ্ডল আলোকিত ও পবিত্র উৎসর্গে দীপ্তিমান হয়ে, নিজেদের কার্য সম্পাদন করতে এবং স্বর্গ থেকে আগত বার্তা ঘোষণা করতে বেরিয়ে পড়ল। ধর্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আত্মাগণ সেই আহ্বানে সাড়া দিল, এবং মূল্যবান জনদের অভিশপ্ত মণ্ডলীগুলো থেকে ত্বরায় বের করে আনা হল, যেমন সদোম তার ধ্বংসের পূর্বে লোটকে তাড়াতাড়ি বের করে আনা হয়েছিল।

বাবিলন থেকে আহ্বান করে বের করে আনার প্রসঙ্গ যখন আসে—তা জগতের অন্তে হোক, কিংবা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় হোক—লূৎ সেই ইতিহাসের এবং সদোমের বিনাশের একটি প্রতীক।

আপনি যদি দানিয়েল ১১ সঠিকভাবে বুঝে থাকেন, তবে ৪১ পদে উত্তরদেশীয় রাজা মনোরম দেশে প্রবেশ করে এবং অনেকে বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু "এরা তার হাত হইতে রক্ষা পাইবে, যথা এদোম, মোয়াব, এবং অম্মোন-সন্তানদের প্রধান অংশ।" মোয়াব ও অম্মোন হল লোটের দুই কন্যার সন্তান। লোটের পরিবার তাদের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা রবিবার-আইনের সংকটকালে পাপাসির হাত থেকে রক্ষা পায়।

সিস্টার হোয়াইট এই প্রতীকত্ব ব্যবহার করছেন। পতিত মণ্ডলীগুলোকে লোট দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে, এবং মূল্যবানদের ধ্বংসপ্রাপ্তব্য মণ্ডলীগুলো থেকে দ্রুত বের করে আনা হয়েছিল, যেমন সদোম ধ্বংস হওয়ার পূর্বে লোটকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বের করে আনা হয়েছিল। ঈশ্বরের জনগণকে সেই উৎকৃষ্ট মহিমা দ্বারা প্রস্তুত ও বলিষ্ঠ করা হয়েছিল, যা তাদের ওপর প্রভূত প্রাচুর্যে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে পরীক্ষার সময় সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করতে। সর্বত্র বহু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বলছে, “এখানে সাধুগণের ধৈর্য; এখানে তারা, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে।”

তিনি যখন বিশ্বের অন্তিমকালে বাবিলন থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান সম্বন্ধে কথা বলেন, তখন সেই আহ্বানটি বর্ণনা করার জন্য তিনি মিলেরীয় যুগে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ইতিহাস ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা হলো বাবিলন থেকে বেরিয়ে আসার একটি আহ্বান, এবং এই ইতিহাসটি রবিবার-আইন সংকটের ইতিহাসের প্রতিরূপস্বরূপ।

এই ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য এলেন হোয়াইট যে বাইবেলীয় উল্লেখগুলির একটি ব্যবহার করেন, তা হলো সদোম ও গোমোরার কাহিনি। আমরা আদিপুস্তক ১৯:১–১১ থেকে পাঠ করব, যা লোটের কাহিনির একটি অংশ।

> সন্ধ্যাবেলায় দুইজন স্বর্গদূত সদোমে উপস্থিত হলেন; আর লোট সদোমের ফটকে বসে ছিলেন। লোট তাঁদের দেখে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উঠে গেলেন; এবং মুখ ভূমির দিকে নত করে প্রণাম করলেন। তিনি বললেন, দেখুন, আমার প্রভুগণ, অনুগ্রহ করে আপনাদের দাসের গৃহে প্রবেশ করুন, রাত্রিবাস করুন, আপনাদের পা ধুয়ে নিন; তারপর ভোরে উঠে আপনাদের পথে রওনা হতে পারবেন। তাঁরা বললেন, না; আমরা রাস্তাতেই রাত্রিবাস করব। কিন্তু তিনি তাঁদের খুব অনুরোধ করলেন; তখন তাঁরা তাঁর কাছে ফিরলেন এবং তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করলেন, খামিরবিহীন রুটি বেক করলেন, এবং তাঁরা ভোজন করলেন। কিন্তু তাঁরা শয়ন করতে যাওয়ার পূর্বেই নগরের লোকেরা, অর্থাৎ সদোমের লোকেরা, বৃদ্ধ ও যুবক সবাই, নগরের সব প্রান্ত থেকে আসা সমস্ত লোক, গৃহটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তারা লোটকে ডেকে বলল, আজ রাতে যে লোকেরা তোমার কাছে এসেছে, তারা কোথায়? তাদের আমাদের কাছে বের করে আন, যাতে আমরা তাদের জানতে পারি। তখন লোট দরজা দিয়ে বাইরে তাদের কাছে গেলেন, এবং তাঁর পেছনে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তিনি বললেন, অনুগ্রহ করে, ভাইয়েরা আমার, এমন দুষ্টতা করো না। দেখ, আমার দুই কন্যা আছে, যারা কোনো পুরুষকে জানে নাই; অনুগ্রহ করে, আমি তাদের তোমাদের কাছে বের করে আনি, আর তোমাদের চোখে যা ভালো মনে হয়, তাদের প্রতি তাই করো; কিন্তু এই লোকদের প্রতি কিছুই কোরো না, কারণ এই উদ্দেশ্যেই তারা আমার ছাদের ছায়ার নিচে এসেছে। তারা বলল, সরে দাঁড়াও। তারপর তারা আবার বলল, এই লোকটি এখানে পরবাসী হয়ে থাকতে এসেছে, আর এখন সে বিচারকের ভূমিকাও নিতে চায়! এখন আমরা তাদের চেয়েও তোমার সঙ্গে আরও খারাপ ব্যবহার করব। তারপর তারা লোকটির উপর, অর্থাৎ লোটের উপর, প্রবলভাবে চাপ দিল, এবং দরজা ভেঙে ফেলবার জন্য এগিয়ে এল। কিন্তু সেই লোকেরা হাত বাড়িয়ে লোটকে তাদের কাছে গৃহের ভিতরে টেনে নিলেন, এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর গৃহের দ্বারে যে লোকেরা ছিল, ছোট থেকে বড় সকলকে তাঁরা অন্ধত্বে আঘাত করলেন; ফলে তারা দরজা খুঁজে পেতে পেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

ক্রমবর্ধমান পরীক্ষা এবং বিলম্বের সময়

সিস্টার হোয়াইট খ্রিষ্টের সময়ে এবং মিলারাইটদের সময়ে এক প্রগতিশীল পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলেন, যা আমাদের জন্যও এক প্রগতিশীল পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরে। Early Writings, পৃষ্ঠা 259-এ তিনি বলেন:

> "যারা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বার্তা গ্রহণ করতে চাইত না, তারা যীশুর শিক্ষার দ্বারা কোনো উপকার লাভ করতে পারত না; উপরন্তু, ঊর্ধ্বস্থ পবিত্রধামে খ্রিস্টের সেবাকার্য দ্বারাও তারা উপকৃত হতে পারত না।" এরপর তিনি বলেন, "যারা প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা গ্রহণ করেনি, তারা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা দ্বারাও উপকৃত হতে পারেনি; তদুপরি, মধ্যরাত্রির ধ্বনির দ্বারাও তারা উপকৃত হতে পারেনি।"

Early Writings, 259-এর সেই অংশে, যখন খ্রীষ্টের সময়ে দ্বার বন্ধ হয়ে যায়, তখন ইহুদীরা পরিপূর্ণ অন্ধকারে ও অন্ধত্বে থাকে।

দ্বিতীয় স্বর্গদূতের মিলারাইট ইতিহাসই লোটের ইতিহাস। দুই স্বর্গদূত নগরে আগমন করেন (জুন ১৮৪২), দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা উপস্থিতি হয়, এবং লোট তাঁদের রাত্রিযাপনের জন্য নিবৃত্ত করেন (অপেক্ষার কাল)। সেখানে একটি বিচার সংঘটিত হয়, এবং তারপর একটি দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় (অক্টোবর ২২, ১৮৪৪)।

এটি একত্রে উপস্থাপন করার আগে আমরা আরেকটি বাইবেলীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করব, যেখানে এক বিলম্বকাল মিলারীয় ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মোশি, পবিত্র স্থান, এবং বিলম্বের সময়

পরবর্তী ইতিহাসটি হলো পবিত্র আবাস ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোশির নির্দেশ গ্রহণ।

> সপ্তম দিনে, যেদিন সাবাথ ছিল, মূসাকে মেঘের মধ্যে উপরে ডাকা হলো। সমগ্র ইস্রায়েলের দৃষ্টিসামনে ঘন মেঘ উন্মুক্ত হলো, এবং প্রভুর মহিমা গ্রাসকারী অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হয়ে উঠল। "আর মূসা মেঘের মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া পর্বতে আরোহণ করিলেন; এবং মূসা সেই পর্বতে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি ছিলেন।" Patriarchs and Prophets, 313, 314.

পর্বতের উপর চল্লিশ দিনের অবস্থান সেই ছয় দিনের প্রস্তুতিকালকে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

এই ইতিহাসকালে, মোশি মন্দির নির্মাণের বিষয়ে নির্দেশনা গ্রহণ করতে ৪৬ দিন অতিবাহিত করেছিলেন; যা ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত সেই ৪৬ বছরের সমান্তরাল, যখন প্রভু মিলারাইট মন্দিরকে উত্থাপন করেছিলেন; এবং যোহন ২:২০-এ উল্লিখিত হেরোদের মন্দির পুনর্নির্মাণের ৪৬ বছরের সঙ্গেও, তদুপরি মানব-মন্দিরের ৪৬টি ক্রোমোজোমের সঙ্গেও সমান্তরাল। সেই ছয় দিনের সময় যিহোশূয় মোশির সঙ্গে ছিলেন, এবং তারা একত্রে মান্না ভক্ষণ করেছিলেন ও পর্বত থেকে নেমে আসা ঝরনা থেকে পান করেছিলেন। যিহোশূয় মোশির সঙ্গে মেঘের মধ্যে প্রবেশ করেননি, বরং মোশির প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় বাইরে অবস্থান করেছিলেন, এবং প্রতিদিন আহার ও পান করতেন; পক্ষান্তরে মোশি চল্লিশ দিন উপবাস করেছিলেন।

পর্বতে তাঁর অবস্থানকালে, মোশি এমন এক পবিত্রধাম নির্মাণের নির্দেশ লাভ করেন, যেখানে ঐশ্বরিক উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রকাশিত হবে। "তাহারা আমার নিমিত্ত একটি পবিত্রধাম নির্মাণ করুক; যাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করি" (Exodus 25:8), এই ছিল

ঈশ্বরের আদেশে।

এখানেই আমরা পবিত্রস্থল নির্মাণের সঙ্গে ৪৬ সংখ্যাটির সম্পর্ক দেখতে পাই।

আমরা নির্গমন পুস্তক থেকে পাঠ করব এবং এই ইতিহাসে একটি বিলম্বকাল লক্ষ্য করব, কারণ এটি খ্রীষ্টের সময়ে, মিলারাইটদের সময়ে, এবং জগতের অন্তিমকালে বিদ্যমান বিলম্বকালের পূর্বাভাসরূপে উপস্থিত হয়েছে। এই বিলম্বকাল এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা মধ্যরাত্রির ধ্বনি ঘোষিত হওয়ার এবং উপাসকদের দুই শ্রেণি উৎপন্ন করার সুযোগ প্রদান করে। বিলম্বকাল ব্যতীত, সেই ইতিহাসের গতিশীল উপাদানসমূহ সেই অবস্থায় থাকত না, যা প্রভু মধ্যরাত্রির ধ্বনির সময় সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করেন। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে, এই বিলম্বকাল কী নির্দেশ করে।

> আর তিনি মূসাকে বললেন, তুমি, হারোণ, নাদাব, ও অবীহূ, এবং ইস্রায়েলের প্রবীণদের মধ্যে সত্তর জন, সদাপ্রভুর নিকটে উপরে উঠে এস; এবং তোমরা দূর থেকে উপাসনা কর। . . . আর মূসা রক্তের অর্ধেক নিয়ে পাত্রে রাখলেন; এবং রক্তের অর্ধেক তিনি বেদির উপরে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি নিয়মের পুস্তক নিয়ে লোকদের শ্রবণগোচরে পাঠ করলেন; আর তারা বলল, সদাপ্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা পালন করব এবং বাধ্য থাকব। তখন মূসা রক্ত নিয়ে লোকদের উপরে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ, এই সেই নিয়মের রক্ত, সদাপ্রভু এই সকল কথার বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে যে নিয়ম স্থাপন করেছেন। যাত্রাপুস্তক ২৪:১, ৬–৮।

এই ৪৬ দিনের সময়কাল, এই প্রতীক্ষার কাল, সেই সময় যখন প্রভু এক জনগণের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করছেন।

এই ইতিহাসে কি প্রভু মিলারাইটদের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন? হ্যাঁ।

খ্রিস্টের সময়ে পেন্টেকস্টে তিনি কি খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন? হ্যাঁ।

অতএব, এই বিলম্বের সময়টি হলো কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রভুর চুক্তিবদ্ধ হওয়ার এক বিশেষ চিহ্ন।

> আর সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, তুমি আমার কাছে পর্বতে উঠে এস, এবং সেখানে অবস্থান কর; আমি তোমাকে পাথরের ফলক, এবং সেই ব্যবস্থা ও আজ্ঞাসমূহ দেব, যা আমি লিখেছি, যেন তুমি সেগুলো তাদের শিক্ষা দিতে পার। তখন মোশি উঠলেন, এবং তাঁর পরিচারক যিহোশূয়ও; আর মোশি ঈশ্বরের পর্বতে উঠলেন। আর তিনি প্রাচীনদের বললেন, আমরা তোমাদের কাছে আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর; আর দেখ, হারোণ ও হূর তোমাদের সঙ্গে আছেন; কারও যদি কোনো বিষয় থাকে, তবে সে তাদের কাছে যাক। তারপর মোশি পর্বতে উঠলেন, এবং এক মেঘ পর্বতটিকে আচ্ছন্ন করল। আর সদাপ্রভুর মহিমা সীনয় পর্বতের উপরে অবস্থান করল, এবং মেঘটি সেটিকে ছয় দিন আচ্ছন্ন করে রাখল; আর সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্য থেকে মোশিকে ডাকলেন। আর সদাপ্রভুর মহিমার দর্শন ইস্রায়েল-সন্তানদের চোখে পর্বতশৃঙ্গে গ্রাসকারী অগ্নির ন্যায় ছিল। আর মোশি মেঘের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে পর্বতে আরোহণ করলেন; এবং মোশি পর্বতে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ছিলেন। যাত্রাপুস্তক 24:12-18।

মোশির ইতিহাসে আমরা এক বিলম্বের সময় দেখতে পাই। এই সময়ে, সেই দুই ফলক চুক্তির প্রতীক, এবং প্রভু চুক্তিতে প্রবেশ করছেন ও মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে মোশিকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত, সেই ৪৬ বছর ধরে, প্রভু মিলারীয় মন্দির নির্মাণ করছিলেন, যাতে তিনি আধুনিক ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করতে পারেন।

আমরা মাত্রই যে সময়কাল সম্পর্কে পড়লাম—মোশি এবং সত্তর জন প্রাচীনের অপেক্ষার সময়—বাইবেলীয় ইতিহাসে তাকে পেন্টেকস্ট বলা হয়; অর্থাৎ, পাসওভারের পঞ্চাশ দিন পরে। প্রভু ইস্রায়েলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা চিরকাল পেন্টেকস্ট স্মরণ করে। নতুন নিয়মে, পেন্টেকস্ট প্রারম্ভিক খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীর একটি কেন্দ্রীয় বিষয়, যা এই একই ইতিহাসেরই স্মারক। আমরা খ্রিষ্টের সময়ে, মিলারাইটদের ইতিহাসে, এবং পৃথিবীর শেষকালে পেন্টেকস্টে একই উপাদানগুলি দেখতে পাই, এবং এই উপাদানগুলি পুনরায় সংঘটিত হবে।

নতুন নিয়মে পেন্টেকোস্ট এবং প্রতীক্ষার সময়

আসুন, আমরা ইম্মাউসের পথের ঘটনার প্রেক্ষিতে লূক 24:44-52 থেকে পেন্টেকস্টের দিকে দৃষ্টি দিই।

লূকের পূর্ববর্তী অংশে, যীশুর সঙ্গে পথ চলতে থাকা দুই শিষ্য তাঁকে তাঁদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করে। বাইবেল সেখানে ‘থাকতে’ শব্দটি ব্যবহার করছে। সেখানে একটি অবস্থানের সময় চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু আমরা এই একই ইতিহাসে ভিন্ন এক অবস্থানের সময়কে চিহ্নিত করতে চাই।

> আর তিনি [যীশু] তাদের বললেন, এই সেই কথাগুলি, যা আমি তোমাদের সঙ্গে থাকাকালীন তোমাদের বলেছিলাম—যে মোশির ব্যবস্থা, ভাববাদীগণের লিখন, এবং গীতসংহিতায় আমার সম্বন্ধে যা কিছু লেখা আছে, সেসব অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। তখন তিনি তাদের বোধশক্তি উন্মুক্ত করলেন, যাতে তারা শাস্ত্রসমূহ বুঝতে পারে। এবং তিনি তাদের বললেন, এইরূপই লেখা আছে, এবং এইরূপই খ্রীষ্টের পক্ষে ভোগ করা ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়া আবশ্যক ছিল; এবং তাঁর নামে সকল জাতির মধ্যে, যিরূশালেম থেকে আরম্ভ করে, পাপের ক্ষমার জন্য মনঃপরিবর্তনের প্রচার করা হবে। আর তোমরাই এই সকল বিষয়ের সাক্ষী। আর দেখ, আমি আমার পিতার প্রতিজ্ঞা তোমাদের উপর প্রেরণ করছি; কিন্তু তোমরা যিরূশালেম নগরে অবস্থান কর, যে পর্যন্ত না ঊর্ধ্বলোক হতে শক্তিতে পরিহিত হও।

বিলম্বের সময়টি চিহ্নিত হয় শক্তিলাভের জন্য যিরূশালেমে অপেক্ষা করার আদেশ দ্বারা। এখানেই মিলারপন্থীদের জন্য বার্তার ক্ষমতায়ন সম্পন্ন হয়।

দেরি করার অর্থ অপেক্ষা করা। “ধন্য সে, যে অপেক্ষা করে।” কিসের জন্য? ক্ষমতায়নের জন্য।

মধ্যরাত্রির আহ্বানের ক্ষমতায়নকে আপনি সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন না, যদি না আপনি সেই বিলম্বের সময়কে বোঝেন, যেখানে তাদের সেই শক্তির জন্য অপেক্ষা করতে আদেশ করা হয়েছে। এটি সেই ইতিহাসেরই একটি অংশ। আপনার পশ্চাতে প্রতিষ্ঠিত আলো যেন অব্যাহতভাবে জ্বলতে থাকে, তার জন্য আপনাকে সমগ্র ইতিহাসটি বুঝতে হবে।

আপনি হয়তো এখনও দেখতে পাচ্ছেন না যে বিষয়টি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু আগামীকাল তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং বিলম্বকাল

তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী মিলারপন্থীদের এমন এক ভ্রান্ত ধারণার দিকে পরিচালিত করেছিল, যার ফলে বিলম্বের সময় এবং প্রথম নিরাশার সৃষ্টি হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিই সেই একই তিনটি, যেগুলোর জন্য উইলিয়াম মিলার বলেছিলেন যে তাঁকে সূচনাবিন্দু দেওয়া হয়েছিল: ১৩৩৫, ২৫২০, এবং ২৩০০ দিন।

যদি তুমি বুঝতে পারো যে বিলম্বকাল মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনির একটি নির্দিষ্ট উপাদান, তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে, কী সেই বিলম্বকাল উৎপন্ন করেছিল। তা ছিল এই তিনটি সময়-ভাববাণী: ১৩৩৫, ২৫২০, এবং ২৩০০।

তুমি যদি ২৫২০ ও ১৩৩৫-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যাখ্যান কর, তবে তুমি মধ্যরাত্রির ক্রন্দন অস্বীকার করছ এবং নিচের দুষ্ট জগতের দিকে নিয়ে যাওয়া পথ থেকে ছিটকে পড়ছ।

এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে আমরা সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছি।

তারা বিলম্ব করে, কারণ উচ্চস্থান থেকে শক্তি লাভের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে; এবং মিলারীয় ইতিহাসে, সেই শক্তি ছিল মধ্যরাত্রির ধ্বনি।

> কিন্তু তোমরা যিরূশালেম নগরে অবস্থান কর, যতক্ষণ না ঊর্ধ্বলোক হইতে শক্তিতে পরিহিত হও। আর তিনি তাহাদিগকে বাইরের দিকে বেথানিয়া পর্যন্ত লইয়া গেলেন, এবং আপন হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। আর এমন হইল যে, তিনি যখন তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছিলেন, তখন তিনি তাহাদের হইতে পৃথক হইলেন, এবং স্বর্গে উপরে উঠান হইলেন। আর তাহারা তাঁহাকে উপাসনা করিল, এবং মহা-আনন্দে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল। লূক 24:44-52।

বেথানি যিরূশালেমের একটি উপশহর, নগরীর বাইরে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। যিশুর সময়ে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য দূরত্ব, কারণ লোকেরা সর্বত্র পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করত।

বেথানি অর্থ ‘দরিদ্রদের গৃহ’।

যীশুর থাকার জন্য সবচেয়ে প্রিয় স্থান ছিল বেথানিয়া, যেখানে লাজার, মরিয়ম ও মার্থা বাস করতেন।

এটি লক্ষণীয় যে, ‘ট্রায়াম্ফাল এন্ট্রি’-এর ইতিহাসই সিস্টার হোয়াইট ‘মিডনাইট ক্রাই’ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

যিশু তাঁর বিজয়োৎসবময় জেরুশালেম-প্রবেশের পূর্বে বেথেনিয়ায়, অর্থাৎ দরিদ্রদের গৃহে, অবস্থান করেছিলেন। যেমন মধ্যরাত্রির ধ্বনির পূর্বে এক প্রতীক্ষা ও বিলম্বের সময় থাকে, তেমনি বিজয়োৎসবময় প্রবেশের পূর্বেও এক প্রতীক্ষার সময় থাকে। এগুলি সমান্তরাল ইতিহাস; কিন্তু আমরা এখনও লূক ২৪:৪৪-৫২ নিয়ে, এবং জেরুশালেমে অপেক্ষা ও অবস্থান করা নিয়ে, আলোচনা করছি।

আর্লি রাইটিংস, পৃষ্ঠা ২৪৭-এ, মিলারাইট ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে, সিস্টার হোয়াইট বলেন:

> হতাশাগ্রস্তরা শাস্ত্রসমূহ থেকে দেখল যে তারা বিলম্বের সময়ে রয়েছে, এবং দর্শনের পরিপূর্ণতার জন্য তাদের ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে হবে। যে একই প্রমাণ তাদের 1843 সালে তাদের প্রভুর প্রতীক্ষা করতে পরিচালিত করেছিল, সেই প্রমাণই তাদের 1844 সালে তাঁর প্রত্যাশা করতে পরিচালিত করল।

মধ্যরাত্রির আহ্বানের সময়, মিলারাইটদের নিকট শাস্ত্রসমূহের অর্থ উন্মুক্ত করা হয়েছিল।

প্রথম হতাশার পর "হতাশাগ্রস্তরা" শাস্ত্রসমূহ থেকে দেখল যে তারা বিলম্বের সময়ে অবস্থান করছিল, এবং যে একই প্রমাণ তাদেরকে 1843 সালকে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের বছর হিসেবে ঘোষণা করতে পরিচালিত করেছিল, এখন সেটিই 1844 সালকে প্রমাণ করল।

প্রভু তাঁদের জন্য কী করেছিলেন? তিনি তাঁদের বোধশক্তি উন্মুক্ত করেছিলেন। এটি শিষ্যদের ইতিহাসের একটি সমান্তরাল বিবরণ।

যাকোবের বিলম্বকাল ও অঙ্গীকার

যাকোবের ইতিহাসে এক অপেক্ষার সময় আছে। এই অপেক্ষার সময় বহু ভাববাণীমূলক সত্যকে উদ্ভাসিত করে, যদিও আমরা সেগুলোর মধ্যে কেবল কয়েকটিকেই স্পর্শ করব।

আদিপুস্তক ২৮ অধ্যায়ের ১০ পদ থেকে শুরু করে দেখা যায় যে, যাকোবের কাহিনি বিশ্বের অন্তিম সময়ের পূর্বাভাস বহন করে। যাকোবের পুত্রগণ বিশ্বের অন্তিম সময়ের ১,৪৪,০০০ জনের প্রতিনিধিত্ব করে।

যাকোবের চারজন নারীর গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মেছিল—দুই স্ত্রী, রাহেল ও লেয়া, এবং দুই উপপত্নী। তাঁকে তাঁর স্ত্রীদের জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছিল: লেয়ার জন্য ২৫২০ দিন এবং রাহেলের জন্য ২৫২০ দিন। যাকোবের কাহিনিতে আমরা উভয় ২৫২০-ই দেখতে পাই, যা উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করে।

যাকোব মিলারীয় ইতিহাস এবং ১,৪৪,০০০-এর একটি প্রতীক। তাঁর কাহিনী জগতের অন্তিমকালে আমাদের জন্য আলোক প্রদান করা উচিত।

> আর যাকোব বেরশেবা হইতে প্রস্থান করিয়া হারানের দিকে যাত্রা করিল। এবং সে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে রাত্রিযাপন করিল, কারণ সূর্য অস্ত গিয়াছিল; আর সে সেই স্থানের কয়েকটি পাথর লইয়া মাথার বালিশরূপে রাখিল, এবং সেই স্থানে শয়ন করিল। আর সে স্বপ্ন দেখিল, এবং দেখ, পৃথিবীর উপর একটি সিঁড়ি স্থাপিত আছে, এবং তাহার শীর্ষ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে; এবং দেখ, ঈশ্বরের দূতগণ তাহার উপর দিয়া উপরে উঠিতেছে ও নিচে নামিতেছে। আর দেখ, সদাপ্রভু তাহার উপরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি তোমার পিতা অব্রাহামের সদাপ্রভু ঈশ্বর, এবং ইসহাকের ঈশ্বর; যে ভূমির উপর তুমি শয়ন করিয়া আছ, আমি তাহা তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব। এবং তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় হইবে; এবং তুমি পশ্চিমে, পূর্বে, উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইবে; আর তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীর সকল পরিবার আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে। আর দেখ, আমি তোমার সঙ্গে আছি, এবং তুমি যেখানেই যাও না কেন, সর্বত্র তোমাকে রক্ষা করিব, এবং পুনরায় তোমাকে এই দেশে ফিরাইয়া আনিব; কারণ আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা সম্পন্ন

> না করা পর্যন্ত তোমাকে ত্যাগ করিব না। আদিপুস্তক 28:10-15।

প্রভু যাকোবের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করছেন। যখন প্রভু মোশি ও ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেন, সেখানে এক অপেক্ষার সময় থাকে; যখন তিনি যাকোবের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেন, সেখানে এক অপেক্ষার সময় থাকে; যখন তিনি মিলারাইট ইতিহাসে আধুনিক ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেন, সেখানে এক অপেক্ষার সময় থাকে; এবং যখন তিনি পেন্টেকস্টে খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীর সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেন, সেখানে এক অপেক্ষার সময় থাকে।

এই কাহিনিতে, অপেক্ষার সময়ে, প্রভু তাঁর লোকদের কাছে তাঁর বাক্য সম্বন্ধে বোধ উন্মুক্ত করেন; এর প্রতীক সেই সিঁড়ি, যার উপর দিয়ে স্বর্গদূতেরা আরোহন ও অবরোহণ করছে—যা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার যোগাযোগের একটি প্রতীক।

> তখন যাকোব নিদ্রা থেকে জেগে উঠে বললেন, নিশ্চয়ই এই স্থানে সদাপ্রভু আছেন; আর আমি তা জানতাম না। এবং তিনি ভীত হলেন, ও বললেন, এ স্থান কত ভয়ংকর! এটি আর কিছুই নয়, ঈশ্বরের গৃহ; এবং এটাই স্বর্গের দ্বার। আদিপুস্তক ২৮:১৬-১৭।

মধ্যরাত্রির আহ্বানে, মিলারীয় কুমারীরা জেগে উঠছে এবং ঈশ্বরের গৃহে পরিণত হচ্ছে। তিনি তাদের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করছেন, তাদেরকে আধুনিক ইস্রায়েল করে তুলছেন।

> আর যাকোব ভোরে উঠিয়া সেই পাথরটি লইলেন, যাহা তিনি শিয়রের জন্য রাখিয়াছিলেন, এবং তাহা স্তম্ভরূপে স্থাপন করিলেন, আর তাহার শীর্ষে তেল ঢালিলেন। আর তিনি সেই স্থানের নাম বৈথেল রাখিলেন; কিন্তু প্রথমে সেই নগরের নাম লূজ ছিল। আদিপুস্তক ২৮:১৮-১৯।

“লূজ” পরিবর্তিত হয়। ১৭৯৮ সালে মিলারাইটরা ঈশ্বরের জনগণ ছিল না। মিলারাইটদের ইতিহাস হলো সেই ইতিহাস, যেখানে তিনি তাদের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেন এবং তাদেরকে তাঁর জনগণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাদেরকে “লূজ” থেকে “বেথেল”-এ পরিবর্তিত করে।

> আর যাকোব একটি মানত করিয়া বলিলেন, যদি ঈশ্বর আমার সঙ্গে থাকেন, এবং আমি যে পথে যাই সেই পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং আমাকে ভোজনের জন্য অন্ন ও পরিধানের জন্য বস্ত্র দেন, যেন আমি শান্তিতে আমার পিতার গৃহে পুনরায় ফিরিয়া আসি; তবে সদাপ্রভুই আমার ঈশ্বর হইবেন; এবং এই প্রস্তরখণ্ড, যাহা আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, তাহাই ঈশ্বরের গৃহ হইবে; আর তুমি আমাকে যাহা কিছু দিবে, তাহার সমস্তের দশমাংশ আমি অবশ্যই তোমাকে প্রদান করিব। আদিপুস্তক 28:20-22।

যাকোবের মানত হলো চুক্তিতে প্রবেশ করা। তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি তাঁকে পথে—প্রাচীন পথসমূহে—রক্ষা করেন এবং তাঁকে ভোজনের জন্য রুটি দান করেন। মিলারাইটদের নিজেদের রুটি ভোজন করতে হবে এবং প্রোটেস্ট্যান্ট মূর্খতার কাছে আর ফিরে যাওয়া চলবে না।

যদি আমরা ঈশ্বর আমাদের যে রুটি দেন তা ভক্ষণ করতে থাকি, তবে তিনি আমাদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি অটুট রাখবেন। যাকোবের মানতে উল্লিখিত রুটি ও পরিধেয় বস্ত্র 1843 Chart-এ উপস্থাপিত সত্যসমূহের প্রতীক, যেগুলোকে Ellen White যুগযুগের শিলা—প্রাচীন পথসমূহ এবং রুটি—বলে অভিহিত করেছেন।

> "রাত্রিকালের দর্শনে যাকোব যে সিঁড়িটি দেখেছিলেন, যার ভিত্তি পৃথিবীর ওপর স্থাপিত ছিল এবং যার সর্বোচ্চ ধাপ সর্বোচ্চ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছিল; সিঁড়ির উপরে স্বয়ং ঈশ্বর, এবং তাঁর মহিমা প্রতিটি ধাপে দীপ্তিমান; উজ্জ্বল দীপ্তির এই সিঁড়িতে স্বর্গদূতেরা উপরে উঠছে ও নিচে নামছে—এটি এই জগৎ ও স্বর্গীয় স্থানসমূহের মধ্যে অব্যাহত যোগাযোগের এক প্রতীক। ঈশ্বর মানবজাতির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগে স্বর্গীয় দূতদের কার্যসাধনের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা সম্পন্ন করেন। এই সিঁড়ি এই পৃথিবীর অধিবাসীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের একটি পথ প্রকাশ করে। সিঁড়িটি যাকোবের কাছে বিশ্বের মুক্তিদাতাকে উপস্থাপন করেছিল, যিনি পৃথিবী ও স্বর্গকে একত্রে সংযুক্ত করেন। যে কেউ সত্যের প্রমাণ ও আলোক দেখেছে এবং সত্যকে গ্রহণ করেছে, যিশু খ্রিষ্টে তার বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করে, সে শব্দটির সর্বোচ্চ অর্থে একজন মিশনারি। সে স্বর্গীয় ধনভাণ্ডারের গ্রহীতা, এবং সেগুলি বিতরণ করা, যা সে গ্রহণ করেছে তা বিস্তার করা—এটাই তার কর্তব্য।" Fundamentals of Christian Education, 270.

অপেক্ষার সময়ে যখন তিনি তাদের বোধশক্তি উন্মুক্ত করেন, তখন তিনি সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বে ও নিম্নে যাতায়াতকারী স্বর্গদূতদের প্রেরণ করেই তা করেন।

যদি আপনি সত্য গ্রহণ করে থাকেন, তবে তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার দায়িত্ব আপনার ওপর বর্তায়। আপনি যদি আপনার দায়িত্ব পালন করেন, তবে আপনিই সেই সিঁড়ি—যোগাযোগের মাধ্যম—হয়ে ওঠেন। আমাদের সেই মাধ্যম হওয়ার জন্যই আহ্বান করা হয়েছে।

> "সিঁড়িটি খ্রীষ্টকে নির্দেশ করত; তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম, এবং পতিত মানবজাতির সঙ্গে অবিরাম আদান-প্রদানে স্বর্গদূতেরা যাতায়াত করে। নথনীয়েলের প্রতি খ্রীষ্টের বাক্য সিঁড়ির এই প্রতীকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যখন তিনি বলিলেন, 'সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহার পরে তোমরা স্বর্গ উন্মুক্ত দেখিবে, এবং ঈশ্বরের দূতগণ মনুষ্যপুত্রের উপরে আরোহণ ও অবরোহণ করিতে দেখিবে।' এখানে ত্রাণকর্তা নিজেকে সেই রহস্যময় সিঁড়ি রূপে চিহ্নিত করেছেন, যা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব করে।" Review and Herald, November 11, 1890.

যাকোবের এক অপেক্ষাকাল রয়েছে; সে বিলম্ব করে এবং সিঁড়ির স্বপ্ন দেখে, যা এই অপেক্ষাকালের সময়ে প্রভু তাঁর বাক্যের বোধগম্যতা তাঁর জনগণের কাছে উন্মুক্ত করছেন—এটিরই প্রতীক। এই ইতিহাসে, প্রভু তাঁর জনগণের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করছেন, তাদের লূজ থেকে নিয়ে বেতেল—ঈশ্বরের গৃহ—করছেন।

সিঁড়ির উপর, যিনি খ্রিষ্ট, তাতে আরোহন ও অবরোহণকারী স্বর্গদূতদের দ্বারা যে যোগাযোগের মাধ্যম উপস্থাপিত হয়েছে, তা জাখরিয়াতেও উপস্থাপিত হয়েছে। সিস্টার হোয়াইট এ বিষয়ে Review and Herald, July 20, 1897-এ মন্তব্য করেছেন, যদিও তিনি একটি ভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করেছেন।

> "সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অভিষিক্ত ব্যক্তিগণ, আচ্ছাদক করূব হিসেবে একসময় শয়তানকে যে অবস্থান দেওয়া হয়েছিল, সেই অবস্থানই ধারণ করে। তাঁর সিংহাসনকে পরিবেষ্টনকারী পবিত্র সত্তাগণের দ্বারা।"

“পবিত্র সত্তাগণ” কারা? স্বর্গদূতগণ। “তাঁর সিংহাসনকে পরিবেষ্টনকারী পবিত্র সত্তাগণের মাধ্যমে প্রভু পৃথিবীর অধিবাসীদের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ বজায় রাখেন।” এটাই সেই সিঁড়ি। তবে এখানে সিস্টার হোয়াইট প্রতীক হিসেবে সিঁড়িটি ব্যবহার করতে যাচ্ছেন না।

> স্বর্ণময় তেল সেই অনুগ্রহকে নির্দেশ করে, যার দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের প্রদীপগুলোকে নিরন্তর পূর্ণ রাখেন, যাতে সেগুলি মিটিমিটি করে নিভে না যায়। যদি তা না হতো যে ঈশ্বরের আত্মার বার্তাসমূহে এই পবিত্র তেল স্বর্গ থেকে ঢেলে দেওয়া হয়, তবে অমঙ্গলের কার্যকরী শক্তিসমূহ মানুষের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করত।

> “ঈশ্বর যখন আমাদের কাছে যে বার্তাবলী প্রেরণ করেন, আমরা তা গ্রহণ করি না, তখন ঈশ্বর অসম্মানিত হন। এর ফলে আমরা সেই সোনালী তেল প্রত্যাখ্যান করি, যা তিনি আমাদের আত্মায় ঢেলে দিতে চান, যেন তা অন্ধকারে অবস্থানকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। যখন আহ্বান আসে, ‘দেখ, বর আসিতেছে; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও,’ তখন যারা পবিত্র তেল গ্রহণ করেনি, যারা নিজেদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের অনুগ্রহকে লালন করেনি, তারা মূর্খ কুমারীদের ন্যায় দেখবে যে, তারা তাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত নয়। সেই তেল লাভ করিবার ক্ষমতা তাদের নিজেদের মধ্যে নেই, এবং তাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু যদি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা প্রার্থনা করা হয়, যদি আমরা মূসার ন্যায় নিবেদন করি, ‘আমাকে তোমার মহিমা দেখাও,’ তবে ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হবে। সোনালী নলসমূহের মধ্য দিয়ে সেই সোনালী তেল আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। ‘পরাক্রম দ্বারা নয়, শক্তি দ্বারা নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা, সেনাবাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।’ ধার্মিকতার সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বরের সন্তানগণ জগতে আলোকরূপে দীপ্তিমান হয়।” Review and Herald, July 20, 1897.

যাকোবের ইতিহাসে আমরা মিলারাইট ইতিহাসের কাহিনি পাই। সেখানে এক বিলম্বকাল রয়েছে, এবং তিনি সেই সিঁড়িটি দেখেন, যা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের প্রতীক।

জাখারিয়া আমাদের দুইটি সোনার নল সম্বন্ধে বলেন। একটি সিঁড়ির দুটি প্রধান পার্শ্বরেল থাকে, কিন্তু জাখারিয়া সেগুলিকে দুইটি সোনার নল বলে অভিহিত করেন।

আমাদের উচিত স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে অবতীর্ণ বার্তাগুলি গ্রহণ করা এবং সেগুলি অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যদি আমরা তা করি, তবে আমরা সেই সিঁড়িরই অংশ, সেই যোগাযোগ-প্রক্রিয়ারই অংশ হয়ে উঠি।

সিস্টার হোয়াইট এটিকে দশ কুমারীর উপমার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।

মিলারাইট ইতিহাসে, তারা দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত পূর্ণ করছিল। যাকোবের বিলম্বের সময়ই মথি ২৫ ও হাবাক্কূক ২-এর বিলম্বের সময়: “যদিও দর্শন বিলম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর।”

যাকোব ও জাখরিয়ার কাহিনি একই প্রতীক্ষার সময়কে নির্দেশ করে।

বিলম্বের সময়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এই চিহ্ন বহন করে যে প্রভু তাঁর অনুসারীদের ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি করিতে উদ্যত। আপনি যদি সেই পবিত্র তেল গ্রহণ না করেন, তবে আপনি এক মূর্খ কুমারী।

যখন তুমি এই ইতিহাসে পৌঁছাবে, যখন দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে এবং তুমি এক নির্বোধ কুমারী হবে, তখন সিস্টার হোয়াইট বলেন, "সবচেয়ে বিষাদময় যে কথাগুলি কখনও শোনা গিয়েছিল, 'আমি তোমাদের চিনিতাম না।'"

আপনি বিলম্বের সময়কে মধ্যরাত্রির আহ্বান থেকে পৃথক করতে পারেন না। বিলম্বের সময়ই পবিত্র আত্মার ঢেলে দেওয়া ঘটায়, যা মধ্যরাত্রির আহ্বানের সময় ঈশ্বরের জনগণের বাক্য-সম্পর্কিত বোধশক্তি উন্মুক্ত করে এবং সেই তেল জোগায়, যা জ্ঞানী কুমারীদের মূর্খ কুমারীদের থেকে পৃথক করে।

বিলম্বের সময় এবং খ্রিষ্টের মুকুটমণি অলৌকিক কার্য

একটি বিলম্বের সময় আছে, যখন খ্রিস্ট তাঁর মুকুটধারী কার্য সম্পাদন করছিলেন—লাযারকে পুনরুত্থিত করছিলেন।

যীশু এই বার্তাটি পেলেন, "লাযার অসুস্থ; এসো, তাঁর যত্ন নাও।" কিন্তু যীশু সঙ্গে সঙ্গে গেলেন না।

সিস্টার হোয়াইট বলেন, শিষ্যরা এই বিষয়েই হোঁচট খেয়েছিল। তারা বিস্মিত হয়েছিল, কেন তিনি তাঁর বন্ধুকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলেন না, অথবা মশীহ হিসেবে তাঁর শক্তির প্রমাণ দিচ্ছিলেন না। কিন্তু তিনি বিলম্ব করলেন।

> "লাযারুসের কাছে আসতে বিলম্ব করে, খ্রিষ্ট তাঁদের প্রতি করুণার একটি উদ্দেশ্যে পোষণ করছিলেন, যারা তাঁকে গ্রহণ করেনি। তিনি অপেক্ষা করছিলেন, যাতে লাযারুসকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত করে তিনি তাঁর একগুঁয়ে, অবিশ্বাসী জাতিকে আর-একটি প্রমাণ দিতে পারেন যে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে 'পুনরুত্থান ও জীবন'। তিনি লোকদের সম্বন্ধে সমস্ত আশা ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন—ইস্রায়েলের গৃহের সেই দরিদ্র, পথভ্রষ্ট ভেড়াগুলোর সম্বন্ধে। তাঁদের অনুতাপহীনতার কারণে তাঁর হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। তাঁর করুণায় তিনি সিংকল্প করছিলেন তাঁদের আর-একটি প্রমাণ দিতে যে, তিনিই পুনঃস্থাপনকারী, সেই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি জীবন ও অমরত্বকে আলোকিত করতে পারেন। এটি এমন এক প্রমাণ হওয়ার কথা ছিল, যা যাজকেরা ভুল ব্যাখ্যা করতে পারবে না। বেথানিয়ায় যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিলম্বের কারণ এই ছিল।" The Desire of Ages, 529.

তিনি বিলম্ব করলেন, যাতে মৃতদের জীবিত করার ক্ষমতা তাঁর আছে—এ বিষয়ে তাদের আর-একটি প্রমাণ দিতে পারেন।

লাজারকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করে তোলার এই শিরোমণি অলৌকিক কার্য তাঁর কর্ম এবং তাঁর দেবত্বের দাবির উপর ঈশ্বরের অনুমোদনের মোহর স্থাপন করছিল।

মধ্যরাত্রির ক্রন্দনে, প্রভু জ্ঞানী কুমারীদের জাগিয়ে তুলছেন। এটি সীলমোহরপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত। মিলিরীয়রা সীলমোহরপ্রাপ্ত হচ্ছিল, যা ১,৪৪,০০০ জনের সীলমোহরপ্রাপ্তির একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করে।

লাজারের শিক্ষা এই যে, খ্রীষ্ট অপরাধ ও পাপের মধ্যে মৃত কোনো ব্যক্তিকে গ্রহণ করে তাকে জীবনে আনতে পারেন।

লাজারের ঘটনায়, খ্রিষ্ট মৃত্যুকে নিদ্রা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন।

তারা সকলেই নিদ্রিত। তিনি বিলম্ব করছেন। তিনি লাযারকে পুনরুত্থিত করবেন, তাদের জীবনদান করবেন এবং তাদের উপর তাঁর মোহর স্থাপন করবেন। এটাই তাঁর শিরোমণি অলৌকিক কার্য।

আমাদের ইতিহাসে, তিনি যখন ১৪৪,০০০ জনের উপরে সীলমোহর আরোপ করেন, তখন তিনি তাদের একটি পতাকারূপে উন্নীত করেন।

জাখারিয়া বলেন, সেই পতাকাটি মুকুটের রত্নসম। এটাই তাঁর মুকুটদানকারী কার্য।

মিলারাইট ইতিহাসে সত্যের বর্ষণ ও উন্মোচনের সঙ্গে, বিলম্বের সময় সেই মুহূর্তকে চিহ্নিত করে যখন প্রভু সত্য উন্মুক্ত করেন। যে সিঁড়িতে স্বর্গদূতেরা উপরে আরোহণ ও নীচে অবতরণ করছে, সেখানেই সীলমোহর করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বিজয়োল্লাসময় প্রবেশ ও মধ্যরাত্রির আহ্বান

এখন আমরা বিজয়ময় প্রবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করি। লক্ষ্য করুন, *Spirit of Prophecy*, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫০-এ সিস্টার হোয়াইট বিজয়ময় প্রবেশকে কিসের সঙ্গে তুলনা করছেন।

> “মধ্যরাত্রির ক্রন্দন তর্কবিতর্কের দ্বারা ততটা বহিত হয়নি, যদিও শাস্ত্রের প্রমাণ ছিল সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত। এর সঙ্গে এমন এক প্রেরণাদায়ক শক্তি ছিল, যা আত্মাকে আন্দোলিত করত। সেখানে কোনো সন্দেহ ছিল না, কোনো প্রশ্নও ছিল না। খ্রিস্টের যিরূশালেমে বিজয়োল্লাসপূর্ণ প্রবেশের সময়, উৎসব পালন করার জন্য দেশের সর্বত্র থেকে সমবেত হওয়া লোকেরা জলপাই পর্বতে ভিড় করল; এবং যখন তারা যীশুকে সঙ্গদানকারী জনতার সঙ্গে যুক্ত হল, তখন তারা সেই ক্ষণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ধ্বনি উচ্চকিত করতে সাহায্য করল, ‘ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আগমন করেন!’ [Matthew 21:9.] একইভাবে, যারা অ্যাডভেন্টিস্ট সভাসমূহে ভিড় করছিল—কেউ কৌতূহলবশত, কেউ বা কেবল উপহাস করার জন্য—তারাও এই বার্তার সহগামী দৃঢ়প্রত্যয়ী শক্তি অনুভব করছিল, ‘দেখ, বর আসিতেছেন!’”

বিজয়ময় প্রবেশ মধ্যরাত্রির আহ্বানকে প্রতিনিধিত্ব করে।

আসুন, আমরা ১৯০১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির The Youth Instructor-এ বিজয়ময় প্রবেশ সম্বন্ধে সিস্টার হোয়াইট যা বলেছেন, তা পাঠ করি।

> খ্রিষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশের সময়টি ছিল বছরের সবচেয়ে মনোরম ঋতু। জলপাই পর্বত সবুজে আচ্ছাদিত ছিল, এবং বনে-বনে বিচিত্র পত্রপল্লবে শোভা ছড়িয়ে ছিল। যিরূশালেমের চারদিকের অঞ্চলগুলি থেকে বহু লোক যীশুকে দেখিবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উৎসবে উপস্থিত হয়েছিল।

কেন? কারণ, তারা লাযার সম্বন্ধে শুনেছিল।

> মৃতদের মধ্য থেকে লাযারকে উত্থাপন করে ত্রাণকর্তা যে শীর্ষস্থানীয় অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেছিলেন, তা জনগণের উপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছিল; এবং এক বৃহৎ ও উৎসাহী জনসমাবেশ সেই স্থানে আকৃষ্ট হয়েছিল, যেখানে যীশু অবস্থান করছিলেন।

অতএব, বিজয়ময় প্রবেশের পূর্বে তিনি বিথোনিয়ায় বিলম্ব করে অবস্থান করছেন।

এটি প্রতীক্ষার সময়কে নির্দেশ করে।

> বিকেলে অর্ধকে অতিবাহিত হলে যীশু তাঁর শিষ্যদের বেথফাগে গ্রামে পাঠিয়ে বললেন: "তোমাদের সম্মুখে যে গ্রামটি আছে, সেখানে যাও; আর সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা একটি বাঁধা গাধা এবং তার সঙ্গে একটি শাবক দেখতে পাবে; তাদের খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো। আর যদি কেউ তোমাদের কিছু বলে, তবে তোমরা বলবে, 'প্রভুর এগুলোর প্রয়োজন আছে'; আর সঙ্গে সঙ্গেই সে সেগুলি পাঠিয়ে দেবে।"
>
> এটি ছিল তাঁর পরিচর্যাকালে প্রথমবার, যখন খ্রীষ্ট আরোহন করতে সম্মতি দিলেন; আর শিষ্যরা এটিকে এই লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করল যে তিনি এখন তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত, এবং দায়ূদের সিংহাসনে তাঁর স্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তারা আনন্দের সঙ্গে সেই নির্দেশ পালন করল। তারা শাবকটি খুঁজে পেল, তার বাঁধন খুলল, এবং তাকে যীশুর কাছে নিয়ে এল; যীশু তার ওপর বসলেন। যীশু যখন সেই প্রাণীর পৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করলেন, তখন বাতাস প্রশংসা ও বিজয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। তাঁর মধ্যে রাজকীয়তার কোনো বাহ্যিক চিহ্ন ছিল না, তিনি রাজপোশাক পরিধান করেননি, আর সৈন্যরাও তাঁকে অনুসরণ করছিল না। কিন্তু তাঁকে ঘিরে ছিল প্রত্যাশায় উদ্বেল এক জনসমাবেশ। তিনি অল্পক্ষণ আগেই মৃতকে জীবিত করেছিলেন। লোকেরা মনে করেছিল, তিনি ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা হতে আসছেন। এরা কারা ছিল?
>
> অনেকে নিজেদের এই ভেবে আশ্বস্ত করে যে, ইস্রায়েলের মুক্তির ক্ষণ উপস্থিত। কল্পনায় তারা দেখে রোমীয় সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে এবং যিরূশালেম থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আর ইহুদি জাতি আবারও অত্যাচারীর জোয়াল থেকে মুক্ত। ওষ্ঠ থেকে ওষ্ঠে এই প্রশ্ন প্রবাহিত হয়, "তিনি কি এই সময়ে পুনরায় ইস্রায়েলের কাছে রাজ্য পুনঃস্থাপন করবেন?" জনসমাবেশের মধ্যে অনেকে নবীর সেই বাণী স্মরণ করে: "সিয়োন-কন্যা, অত্যন্ত উল্লাস কর; যিরূশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর: দেখ, তোমার রাজা তোমার নিকটে আসিতেছেন; তিনি ন্যায়পরায়ণ, এবং পরিত্রাণসহ; বিনয়ী, এবং গর্দভের উপরে আরোহণকারী।" প্রত্যেকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অতীতের প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। পর্বত ও উপত্যকা জুড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, "দাউদের পুত্রের প্রতি হোশান্না:" —দ্য মিডনাইট ক্রাই— "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন; সর্বোচ্চে হোশান্না।"

সেই শোভাযাত্রায় কোনো শোকধ্বনি বা বিলাপ শোনা যায়নি। যারা একসময় অন্ধ ছিল, কিন্তু যাদের চোখ ঈশ্বরের পুত্রের দ্বারা সুস্থ করা হয়েছিল, তারাই অগ্রপথে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

পথ প্রদর্শন করে কারা? যারা একসময় লাওদিকিয়ীয় ছিল।

> তারা যিশুর নিকটে ঘনিষ্ঠভাবে সমবেত হলো, আর যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত করেছিলেন, সেই ব্যক্তি তিনি যে পশুর উপরে আরোহণ করেছিলেন, সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যারা একসময় বধির ও মূক ছিল, এখন আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়ে, আনন্দময় হোসান্নার ধ্বনি আরও প্রবল করে তুলতে সাহায্য করল। যারা পঙ্গু ছিল, এখন চলাফেরা করছে, তারা খেজুরের ডাল ভেঙে তাঁর পথে ছড়িয়ে দিল।
>
> যে কুষ্ঠরোগী একসময় সমাজচ্যুত হয়ে বাইরে রাখা হয়েছিল, সে সেখানে উপস্থিত ছিল, ত্রাণকর্তার শক্তিতে শুচিকৃত হয়ে। সে নিজের বস্ত্র ত্রাণকর্তার পথের উপর বিছিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করল, "হে সদাপ্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; কারণ তিনি মঙ্গলময়; কারণ তাঁর দয়া চিরকাল স্থায়ী।"

> সেখানে সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, এখন সে সুস্থ মস্তিষ্কে, এবং নিজের সাক্ষ্য যোগ করছিল: "প্রভু আমার জন্য মহৎ কার্য করেছেন, যাহাতে আমি আনন্দিত।"
>
> পুনরুজ্জীবিত মৃতেরা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাঁকে স্তব করছিল। বিধবা ও অনাথ তাঁর আশ্চর্য কার্যসমূহের কথা বলছিল। ক্ষুদ্র শিশুরা, রোগব্যাধি থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা, এবং যারা কবর থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, তারা ত্রাণকর্তার পথ খেজুরশাখা ও পুষ্পে আচ্ছাদিত করল।

অতএব, যিশু দরিদ্রের গৃহে অবস্থান করেন, যা অপেক্ষার সময়কে নির্দেশ করে।

কেন? কারণ তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা ঢেলে দিতে এবং তাদের বোধশক্তি উন্মুক্ত করতে উদ্যত, যা মধ্যরাত্রির আর্তনাদের প্রতি নির্দেশ করে।

এই কাহিনিতে তিনি একজন রাজা হিসেবে আসছেন, যা ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরকে নির্দেশ করে। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর কি যীশু একটি রাজ্য গ্রহণ করতে আসেন? হ্যাঁ।

এটাই বিজয়োল্লাসময় প্রবেশ, এবং এমন কিছু লোক আছে যারা মধ্যরাত্রির ধ্বনি উচ্চারণ করবে।

এরা কারা? এরা সেই সকল ব্যক্তি, যারা খ্রিস্টের শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে।

অন্ধ থেকে দর্শনপ্রাপ্ত, মৃত থেকে জীবিত, কুষ্ঠরোগী থেকে শুচি—এইরূপে আমাদের রূপান্তরিত করার তাঁর শক্তিসহ খ্রিষ্টের ধার্মিকতার বার্তাটি বিজয়োল্লাসময় প্রবেশের ইতিহাসে বহন করা হয়েছে, যা মধ্যরাত্রির আর্তনাদের পূর্বাভাস বহন করে। কোন বস্তু সেই বার্তাটি বহন করে?

খ্রিষ্ট কিসের ওপর আরোহণ করছেন? একটি গাধা। ইসলামের বার্তাই খ্রিষ্টের ধার্মিকতার বার্তা বহন করে।

১৮৪০ সালে, প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার ক্ষমতায়ন ইসলামের সংযমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। প্রথম বার্তা দ্বিতীয় বার্তার দিকে পরিচালিত করে; তাদের পৃথক করা যায় না।

প্রথম বার্তা দ্বিতীয় বার্তাকে বহন করে।

প্রথম বার্তা নিশ্চিত হয়েছিল যখন ইসলাম সংযত করা হয়, এর মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হয়। এই নিশ্চিতকরণ প্রথম দূতের বার্তাকে শক্তিশালী করেছিল এবং এর ফলে প্রোটেস্ট্যান্টরা এর বিরুদ্ধে তাদের দ্বার রুদ্ধ করেছিল।

প্রোটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীগুলোর দ্বারা দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া ছিল ইসলামের বার্তার প্রত্যাখ্যান।

মিলারীয় ইতিহাস আমাদের ইতিহাসের পূর্বছায়া বহন করে।

১,৪৪,০০০ জনের সীলমোহরের সময়ে খ্রিষ্টের ধার্মিকতার বার্তা—যখন প্রভু তাঁর পবিত্র আত্মা বর্ষণ করেন এবং অ্যাডভেন্টবাদের লাওদিকেয়ীয়দের ও কুষ্ঠরোগীদের নিকট শাস্ত্রসমূহ উন্মুক্ত করেন—পুনরায় গাধার দ্বারা বহন করা হয়—ইসলামের বার্তা।

> ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে, “দেখ, বর আসিতেছে,” এই ঘোষণা প্রদান করা হয়েছিল। তখন জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীদের দ্বারা প্রতীকায়িত দুই শ্রেণী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়—এক শ্রেণী, যারা প্রভুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আনন্দ করিতেছিল এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যত্নসহকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিল; আর-এক শ্রেণী, যারা ভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ও আকস্মিক আবেগে পরিচালিত হয়ে সত্যের একটি তাত্ত্বিক ধারণাতেই সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত ছিল। উপমায়, যখন বর আসিলেন, “যাহারা প্রস্তুত ছিল, তাহারা তাঁহার সহিত বিবাহে প্রবেশ করিল।” এখানে যে বরের আগমন দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে, তাহা বিবাহের পূর্বেই সংঘটিত হয়। বিবাহ খ্রিষ্টের দ্বারা তাঁহার রাজ্য গ্রহণকেই নির্দেশ করে। . . .” The Great Controversy, 427

বিজয়ময় প্রবেশ হল রাজার আগমন। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর, তিনি রাজ্য গ্রহণ করেন। এটাই বিজয়ময় প্রবেশ।

এই সময়কালেই ঐ দুই শ্রেণী তাদের নিজ নিজ পরিণতির মধ্যে সীলমোহরপ্রাপ্ত হচ্ছে।

> ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মে “দেখ, বর আসিতেছে” এই ঘোষণা সহস্র সহস্র মানুষকে প্রভুর আসন্ন আগমনের প্রত্যাশায় পরিচালিত করেছিল। নির্ধারিত সময়ে বর এলেন, তবে পৃথিবীতে নয়, যেমন লোকেরা প্রত্যাশা করেছিল, বরং স্বর্গে প্রাচীন দিবসসমূহের নিকটে, বিবাহে, তাঁর রাজ্য গ্রহণের জন্য। “যাহারা প্রস্তুত ছিল, তাহারা তাঁহার সহিত বিবাহে প্রবেশ করিল; এবং দ্বার”—কী?—“বন্ধ হইল।” বিবাহে তাঁহারা স্বশরীরে উপস্থিত থাকার কথা ছিল না; কারণ তা স্বর্গে সংঘটিত হয়, যখন তাঁহারা পৃথিবীতে অবস্থান করে। খ্রিষ্টের অনুসারীদের “তাঁহাদের প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, যখন তিনি বিবাহ হইতে ফিরিয়া আসিবেন।” লূক ১২:৩৬। কিন্তু তাঁহাদের উচিত তাঁহার কার্য বুঝিতে পারা, এবং তিনি যখন ঈশ্বরের সম্মুখে প্রবেশ করেন, তখন বিশ্বাসের দ্বারা তাঁহাকে অনুসরণ করা। এই অর্থেই বলা হয় যে, তাঁহারা বিবাহে প্রবেশ করে।” The Great Controversy, 427.

অপেক্ষার সময় সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উল্লেখসমূহ

কয়েকটি শাস্ত্রপদ বিলম্বের সময়কে বিশেষভাবে তুলে ধরে। আমরা সেগুলোর মধ্য দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হব এবং সিস্টার হোয়াইটের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করব।

> বর বিলম্ব করায় তারা সকলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রিত হল। মথি ২৫:৫।

ঠিক এখানেই, ২২ মার্চ, ১৮৪৪—বিলম্ব-সময়ের প্রতি নির্দেশ করে।

২২ মার্চ, ১৮৪৪, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো পূর্বকথন নয়। এটি সেই তারিখ, যা মিলারপন্থীরা ভুল বুঝেছিল; কিন্তু তা প্রথম হতাশার জন্ম দিয়েছিল এবং বিলম্বের সময়কে চিহ্নিত করেছিল।

শাস্ত্র এ দাবি করে না যে ঈশ্বরই বিলম্বের সময় উৎপন্ন করেন। মানুষের ভুল-বোঝাবুঝিই তা সৃষ্টি করে: ‘দর্শন বিলম্বিত হলেও, তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা বিলম্ব করবে না, তা মিথ্যা নয়।’

> ধন্য সে, যে অপেক্ষা করে এবং এক হাজার তিন শত পঁয়ত্রিশ দিনে উপনীত হয়। কিন্তু তুমি শেষ পর্যন্ত তোমার পথে যাও; কারণ তুমি বিশ্রাম করবে, এবং দিনসমূহের শেষে তোমার নির্দিষ্ট অংশে দাঁড়াবে। দানিয়েল 12:12-13।

আপনি এটিকে দুইভাবে পড়তে পারেন। যেভাবেই হোক:

ধন্য সে, যে অপেক্ষা করে, এবং ধন্য সে, যে ১৩৩৫ পর্যন্ত উপস্থিতি হয়। কিন্তু তুমি অন্ত পর্যন্ত তোমার পথে যাও; কারণ তুমি বিশ্রাম করবে, এবং দিবসসমূহের অন্তে তোমার নির্ধারিত অংশে দাঁড়াবে।

১৩৩৫-এ উপনীত হওয়ার আশীর্বাদ কেবল সময়-ভাববাণীর সমাপ্ততিে পৌঁছানোর বিষয় নয়। চার্টে ১৩৩৫ শেষ হয় ১৮৪৩ সালে। আশীর্বাদ কেবল ভাববাণীর সমাপ্তি নয়, বরং বিলম্বকাল অতিক্রমের অভিজ্ঞতা। এই আশীর্বাদ সংঘটিত হয় বিলম্বকাল ও ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর মধ্যবর্তী সময়ে। এখানেই তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে অপেক্ষা করে।"

> অতএব সদাপ্রভু অপেক্ষা করবেন, যেন তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন; এবং সেইজন্য তিনি উচ্চে উন্নীত হবেন, যেন তিনি তোমাদের প্রতি করুণা করেন; কারণ সদাপ্রভু বিচারধর্মী ঈশ্বর; ধন্য তারা সকলেই, যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। যিশাইয় ৩০:১৮।

অপেক্ষা করিবার কাল হইতে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত এই অপেক্ষা চলিয়া আসিতেছে। যদি তোমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা কর, তবে তোমরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে।

> কারণ এই দর্শন এখনো নির্ধারিত সময়ের জন্য; কিন্তু শেষে এটি কথা বলবে, এবং মিথ্যা বলবে না; যদিও তা বিলম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা অবশ্যই আসবে, তা বিলম্ব করবে না। হবক্কূক ২:৩।

মিলারপন্থীদের ভুল-বোঝাবুঝিই বিলম্বের সময়কাল এনে দিয়েছিল। দর্শনটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য—২২ অক্টোবর, ১৮৪৪। এটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে না, কিন্তু ভুল-বোঝাবুঝির কারণে তোমরা মনে করবে যে এটি বিলম্ব করছে।

প্রভু কি সেই ভুল-বোঝাবুঝিটি পরিকল্পনা করেছিলেন? হ্যাঁ। সিস্টার হোয়াইট তা-ই বলেছেন।

প্রভু ১৮৪৩ সালের চার্টের মাধ্যমে সেই ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেছিলেন। উইলিয়াম মিলার বলেছিলেন যে তিনি কখনোই চূড়ান্তভাবে ১৮৪৩ বলেননি; কিন্তু ১৮৪৩ সালে ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁকে 'if' শব্দটি সরিয়ে দিতে এবং ১৮৪৩-কে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করতে অনুরোধ করেছিলেন। সিস্টার হোয়াইট বলেন, এটি একটি ভাববাণীমূলক মাইলফলক, হাবাক্কূক ২-এর একটি পরিপূর্ণতা। ১৮৪৩-কে দৃঢ়ভাবে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করার এই মাইলফলকই বিলম্বের সময় উৎপন্ন করেছিল।

> "ধন্য সেই চক্ষুগুলি, যেগুলি ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে দেখা বিষয়গুলি দেখেছিল। বার্তাটি প্রদান করা হয়েছিল। আর বার্তাটি পুনরাবৃত্তি করতে কোনো বিলম্ব হওয়া উচিত নয়, কারণ সময়ের চিহ্নগুলি পূর্ণ হচ্ছে; সমাপনী কাজ অবশ্যই সম্পন্ন হতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে এক মহান কাজ সম্পন্ন হবে। শীঘ্রই ঈশ্বরের নিযুক্তির দ্বারা এমন একটি বার্তা প্রদান করা হবে, যা স্ফীত হয়ে উচ্চ ধ্বনিতে পরিণত হবে। তখন দানিয়েল আপন ভাগে দাঁড়াবেন, তাঁর সাক্ষ্য প্রদানের জন্য।" Manuscript Releases, volume 21, 437.

লক্ষ্য করুন দানিয়েল ১২:১২-১৩: "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে অপেক্ষা করে, এবং এক সহস্র তিন শত পঁয়ত্রিশ দিনে উপস্থিত হয়।"—"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ১৩৩৫-এ পৌঁছায়। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ১৮৪৩-এ পৌঁছায়," এটাই ১২ পদ।

পদ ১৩:

> কিন্তু তুমি অন্ত পর্যন্ত তোমার পথে চলিয়া যাও; কারণ তুমি বিশ্রাম পাইবে, এবং দিনসমূহের অন্তে তোমার নির্দিষ্ট অংশে দাঁড়াইবে। Daniel 12:12-13.

সিস্টার হোয়াইট ১২ ও ১৩ পদকে একত্রে সংযুক্ত করছেন, এই বলে যে ১৩৩৫-এর আশীর্বাদ ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে পরিপূর্ণ হয়। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়বিন্দু সম্বন্ধে নয়, বরং তাদের সম্বন্ধে, যারা খ্রিষ্টের দ্বারা যিরূশালেমে বিজয়োৎসবময় প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করে, সিঁড়ির উপর স্বর্গদূতদের আরোহন ও অবরোহণ চিনিতে পারে, এবং প্রভু যখন তাদের চুক্তির দুই ফলক প্রদান করেন, তখন তাঁর সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করে।